তেজ হারিয়ে ঘূর্ণিঝড় আম্পান এখন নিম্নচাপ

রাতে স্থলে আঘাত হানার পর সময়ের সঙ্গে শক্তি হারিয়েছে ঘূর্ণিঝড় আম্পান। তা এখন গভীর স্থল নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে আবহাওয়া অধিদফতরের ৩৮তম বুলেটিনে বলা হয়েছে, ঝিনাইদহ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় আম্পান আরও উত্তর দিকে অগ্রসর ও দুর্বল হয়ে গভীর স্থল নিম্নচাপ হয়ে সকাল ৯টায় রাজশাহী-পাবনা অঞ্চলে অবস্থান করছিল।। এটি আরও উত্তর-উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বৃষ্টি ঝরিয়ে দুর্বল হতে পারে।

দুর্বল হয়ে পড়ায় মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বায়ু চাপের তারতম্যের আধিক্য বিরাজ করছে, সাগর উত্তাল রয়েছে। একইসঙ্গে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরের ৯ নম্বর মহাবিপদ সংকেত নামিয়ে ৩ নম্বর স্থানীয় দূরবর্তী সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

বায়ুচাপের তারতম্যের আধিক্য ও অমাবশ্যার প্রভাবে উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও চট্টগ্রাম এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৪-৬ ফুট অধিক উচ্চতর জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে।

সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও চট্টগ্রাম এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহে ভারী বর্ষণসহ ঘণ্টায় ৪০-৫৯ কিলোমিটার বেগে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ত্রলারকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে

বুধবার রাতে আঘাত হানা আম্পানে দেশে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। সূত্র-যুগান্তর

আসছে ভয়াবহ ১০ প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রতি বছরই নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে বিশ্ব। বিজ্ঞানীর গবেষণায় উঠে এসেছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। একবিংশ শতকেও পৃথিবীর উপরে আঘাত হানতে পারে বহু প্রাকৃতিক বিপর্যয়। যার জেরে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে আমাদের পৃথিবী।

১০। আমেরিকার দাবানল
হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছে, ২০৫০ সালের মধ্যে বহু বার দাবানলের কবলে পড়বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জঙ্গলগুলো। পরিসংখ্যান অনুসারে ওই দেশের জঙ্গলগুলোতে প্রতি বছর গড়ে ৩০ থেকে ৫০ হাজার দাবানল হতে পারে।

৯। অগ্ন্যুৎপাত
বারোয়াবুঙ্গা নামক আগ্নেয় উপত্যকায় ঘটবে অগ্ন্যুৎপাত। যার ফলে আইসল্যান্ডের কাছে হতে পারে ভয়াবহ ভূমিকম্প। একবারে বড় ভূমিকম্প না হলেও কম সময়ের মধ্যে একাধিকার কেঁপে উঠতে পারে ওই এলাকার ভূমি।
৮। চিলিতে ভূমিকম্প
বিজ্ঞানীদের মতে ২০৬৫ সালের মধ্যে বহুবার ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠবে চিলি। এই ভূমিকম্পের তীব্রতা থাকবে গড়ে ৮.২। এর ফলে হতে পারে সুনামি।

৭। জাপানে জোড়া ভূমিকম্প
২০২০ সালেই জোড়া ভূমিকম্পে কেঁপে উঠবে জাপান। গবেষকদের মতে রিখটার স্কেলে ২০২০ সালে জাপানে হওয়া জোড়া ভূমিকম্পের তীব্রতা থাকবে ৯।

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

মেঘালয়

দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণিঝড় আম্ফান তাণ্ডব চালানোর পর এখন পরিণত হয়েছে নিম্নচাপে। নিম্নচাপটি এখন পাবনা অঞ্চলে আছে। এটি ধীরে ধীরে উত্তর পূর্ব দিকে এগিয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহের উপর দিয়ে বিকেল নাগাদ মেঘালয় পৌঁছাবে। এ সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। শুক্রবার নাগাদ অনেক জায়গায় বৃষ্টিপাত হবে। পরিস্থিতি উন্নতি হবে আগামী সপ্তাহের শুরুতে।

ভারতের আবহাওয়া অধিদফতর জানিয়েছে, এটি ধীরে ধীরে উত্তর ও উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হবে। এ সময় প্রথমে গভীর নিম্নচাপ, পরবর্তীতে নিম্নচাপ আকারে মেঘালয় পৌঁছাবে। সে সময় বাতাসে গতিবেগ থাকবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। নিম্নচাপের প্রভাবে মেঘালয় ও আসামের অনেক জায়গায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাত হবে।

এদিকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বৃষ্টিপাত বাড়ায় দেশের প্রধান প্রধান নদ -নদীগুলোতে পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। আসাম, মেঘালয়ে বর্ষণ বাড়লে দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদ-নদীগুলোর পানির সমতল আরও বাড়বে। সূত্র-যুগান্তর

১৪ জেলায় তাণ্ডব চালাতে পারে সুপার ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’

প্রবল বেগে বাংলাদেশের উপকূলের দিকে ধেয়ে আসা সুপার ঘূর্ণিঝড় আম্পান ১৪ জেলায় তাণ্ডব চালাতে পারে। এজন্য এসব জেলায় ৭ নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

জেলাগুলো হলো- সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও চট্টগ্রাম।

বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরগুলোর নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৫ থেকে ১০ ফুট অধিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় অতিক্রমকালে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম জেলা সমূহ এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরগুলোতে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণসহ ঘণ্টায় ১৪০ থেকে ১৬০ কিমি বেগে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

ঘূর্ণিঝড়ের কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে অতিসত্ত্বর নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতরের (বিএমডি) আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক সাংবাদিক কে বলেন, ১৯ মে দিবাগত ভোররাত (২০ মে সকাল) থেকে পরবর্তী ১২ ঘণ্টার মধ্যে এটি বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানতে পারে। বর্তমানে বাতাসের গতি যেটাই থাকুক কেন, আঘাত হানারকালে এর গতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২২০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। সূত্র-যুগান্তর

ঘূর্ণিঝড় আম্ফান: সমুদ্রবন্দরে ৪ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত

দ্রুতই শক্তি বৃদ্ধি করে উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান। তাই চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ২ নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে ৪ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদফতরের ৯ নম্বর বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় আম্ফান সামান্য উত্তরপশ্চিম দিকে

অগ্রসর হয়ে একই এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আজ সকাল ৬টায় (১৭ মে) চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ১ হাজার ৩৪৫ কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ১ হাজার ২৮০ কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, মংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ১ হাজার ২৭৫ কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে ১ হাজার ২৫৫ কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থান করছিল। এটি আরও ঘণীভূত হয়ে উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৫৪ কিমির মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২ কিমি, যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ৮৮ কিমি পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ রয়েছে। তাই চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ০২ (দুই) নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে ০৪ (চার) নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।
এ অবস্থায় উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে গভীর সাগরে বিচরণ না করতে বলা হয়েছে।

আক্রান্তদের চিকিৎসা তদারকিতে উচ্চপদস্থ পরিদর্শন টিম গঠন

সারা দেশে নতুন করে আরও ১৯৮ পুলিশ সদস্য করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় (১৫ মে সকাল পর্যন্ত) মাঠপর্যায়ে কর্মরত এসব পুলিশ সদস্য আক্রান্ত হন। ঢাকাসহ সারা দেশে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ও সংস্থায় পুলিশে আক্রান্তের সংখ্যা সব মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ১৪১ জনে। এদিকে আক্রান্তদের মধ্যে শুধু ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সদস্যই রয়েছেন ১ হাজার ৪১ জন। এর আগের দিন বুধবার এ সংখ্যা ছিল ৯০৯ জন।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, আক্রান্তদের মধ্যে মাঠপর্যায়ের পুলিশ সদস্যই বেশি। আক্রান্তদের মধ্যে দু’জন

অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) ও একজন সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) পদমর্যাদার কর্মকর্তাও রয়েছেন।

পুলিশ সদর দফতরের তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত করোনা পজিটিভ (কোভিড-১৯) পুলিশ সদস্যের সংখ্যা ২ হাজার ১৪১ জন। আক্রান্ত সন্দেহে আইসোলেশনে রয়েছেন ১ হাজার ১৫২ জন ও আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসায় কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে তিন হাজার ৯১ জনকে। এ পর্যন্ত ৩৩৩ পুলিশ সদস্য সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। আর মারা গেছেন সাতজন।

পুলিশ সদর দফতর সূত্র জানায়, বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজিপি) ড. বেনজীর আহমেদ বিপিএম (বার) ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মোহা. শফিকুল ইসলাম বিপিএম (বার) করোনা আক্রান্ত সদস্যদের সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখছেন এবং সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন।

পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ের নির্দেশনায় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কয়েকটি টিম সার্বক্ষণিক করোনা আক্রান্ত পুলিশ সদস্যদের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিচ্ছেন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর রয়েছেন। কমিটির সদস্যরা করোনা আক্রান্ত প্রতিটি পুলিশ সদস্যের সঙ্গে কথা বলছেন এবং তাদের পরিবারের সুবিধা- অসুবিধার খোঁজখবর নিচ্ছেন।

ডিএমপি সূত্র জানায়, করোনায় মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়াও তাদের দু’জন অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (এডিসি) ও একজন সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) পদমর্যাদার কর্মকর্তা আক্রান্ত হয়েছেন। এ পর্যন্ত ৯৬ পুলিশ সদস্য সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিতে আসা বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের মধ্যে যেন সেবা বা সুবিধা প্রাপ্তিতে কোনো বৈষম্য না থাকে, সে ব্যাপারেও কমিটিগুলো সজাগ দৃষ্টি রাখছে। ঢাকার রাজারবাগে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে দেশের বিভিন্ন পুলিশ ইউনিটের আক্রান্ত সদস্য, কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করছেন। এ ছাড়া আক্রান্ত পুলিশ সদস্যদের তেজগাঁওয়ের ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট বেসরকারি ইমপালস হাসপাতালেও চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর

ইতালি ভ্রমণে বিধিনিষেধ থাকছে না

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে ইতালিতে মৃত্যুর মিছিল কিছুটা কিছুটা কমতেই দেশটি ভ্রমণের ওপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশের অর্থনীতির চাকা সচল করতে আগামী ৩ জুন থেকে দেশটির নাগরিকরা সেদিন থেকে বিদেশ এবং বিদেশি নাগকরিকরা ইতালি ভ্রমণ করতে পারবেন।

আজ শনিবার (১৬ মে) প্রকাশিত এক আদেশে এ কথা জানিয়েছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী গুইসেপ কন্তে।

বিবিসির খবরে বলা হয়, ৪ মে থেকে ইতালিতে লকডাউন শিথিল করে কিছু কারখানা এবং পার্ক খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আর দেশটির প্রধানমন্ত্রী গুইসেপ কন্তের সই করা সাম্প্রতিক এ আদেশে, ১৮ মে থেকে কিছু দোকানা এবং রেস্তোরাঁ খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে সেখানে নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

এদিকে ক্যাথলিক চার্চগুলোও সেদিন (১৮ মে) প্রার্থনার আয়োজন করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। চার্চে আগতদের অবশ্যই ফেস মাস্ক পরিধানের পাশপাশি নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। একইসঙ্গে অন্য ধর্মের অনুসারীরাও জমায়েত করে প্রার্থনার অনুমতি পেয়েছেন।

ইতালিতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হয়েছে ৩১ হাজার ৬১০ জনের। দেশটির চেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে (৮৭ হাজার ৫৫৯ জন) এবং যুক্তরাজ্যে (৩৪ হাজার ৭৮ জন)।

মানবকণ্ঠ/

ভারতের বিরুদ্ধে নেপালকে উসকে দিচ্ছে চীন

ভারত ও নেপালের সীমান্ত এলাকায় ভারতের সদ্য তৈরি করা একটি পার্বত্য রাস্তাকে কেন্দ্র করে যখন দুদেশের মধ্যে সংঘাত চরমে, ঠিক তখনই ভারতের বিরুদ্ধে নেপালকে চীন উসকে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দেশটির সেনাপ্রধান জেনারেল এমএম নারভানে।

গত ৮ মে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী সীমান্তের লিপুলেখ এলাকায় একটি লিঙ্ক রোডের উদ্বোধন করেন। এই রাস্তা নিয়েও নেপাল তীব্র প্রতিবাদ জানায় ও ওই এলাকাটিকে তাদের বলে দাবি করে।
ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল এমএম নারভানে বলেন, ভারত ও নেপালের মধ্যে গোলমাল বাধানোর চেষ্টা করছে চীন। কাঠমাণ্ডু ঠিক কেন প্রতিবাদ জানিয়েছে বলতে পারব না। তবে এসব সমস্যা যে তারা অন্য কারোর হয়ে তৈরি করছে সেটা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে এবং এটা হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

ভারতীয় সেনাপ্রধান আরও বলেন, কালি নদীর পূর্বদিক নেপালের অংশে পড়ছে এবং পশ্চিমদিক ভারতের অংশ। এই নিয়ে তো কোনো সমস্যা নেই। আর রাস্তা তৈরি হয়েছে কালি নদীর পশ্চিমদিকে। কয়েক দিন আগে লাদাখ এবং সিকিমে ভারত ও চীনা সেনার মধ্যে হাতাহাতি হয়।

ইনকিলাব ডেস্ক |

আমাদের সঙ্গে যা করেন তা ঠিক নয়: রোহিতকে তামিম

শুক্রবার তামিম ইকবালের ফেসবুক লাইভে অতিথি হয়ে এসেছিলেন ভারতের জাতীয় দলের ওপেনার হিটম্যান রোহিত শর্মা।

কথার একপর্যায়ে তামিম বলেন, ‘রোহিত ভাই, আমাদের সঙ্গে যা করেন তা ঠিক না!’

এ কথা শোনামাত্রই ভড়কে যান রোহিত। বলে বসেন, ‘মানে?’

সঙ্গে সঙ্গেই রোহিতকে তামিম ভারমুক্ত করেন, ‘আমি বলছি, আমি বলছি।’

এরপর তামিম বাংলাদেশের বিপক্ষে রোহিতের মারকুটে সব ইনিংসের স্মৃতি রোমন্থন করেন।
তিনি বলেন, ‘২০১৫ সালের বিশ্বকাপে আমাদের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছেন আপনি। ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও সেঞ্চুরি করেছেন। এমনকি ২০১৯ বিশ্বকাপেও সেঞ্চুরি করেছেন।’

তামিম বলেন, বিশ্বকাপে সেঞ্চুরির বেলায় আমাকে কৃতিত্ব দিতে হবে। কারণ, আমি আপনার ক্যাচ ফেলে দিয়েছিলাম।

এ কথা শুনে রোহিত হেসে ফেলেন। তিনি জানান, হ্যাঁ, আমার মনে আছে সেই ঘটনা।

তামিম বলেন, ওই ক্যাচ ফেলার কারণে আমাকে নিয়ে যে কী পরিমাণ ট্রল, মিম করা হয়েছে, তা আপনি ধারণাও করতে পারবেন না। এখনও সেই ক্যাচটা নিয়ে কথা শুনতে হয় আমাকে। আসলে আপনার ওই সেঞ্চুরির কারণেই আমরা টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়ে যাই। আমি সমর্থকদের বোঝাতে পারি না যে অনিচ্ছায় এমন ঘটনা মাঠে ঘটতেই পারে! আমার কাছে এখনও সেই স্মৃতি বড় এক দুঃস্বপ্ন।

তামিমের সেই দুঃসহ স্মৃতিকে হালকা করতে সান্ত্বনা দেন রোহিত। তিনি বলেন, ‘সবাই জেতার জন্যই খেলে। সবাই শতভাগ উজার করে দিতে মাঠে নামে। কেউ মাঠে ক্যাচ ফেলতে যায় না। খারাপও খেলতে চায় না। সবাই দল জেতাতেই চায়। বিষয়টি আসলে খেলারই অংশ।’

প্রসঙ্গত, ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ রোহিত শর্মা। ২০১৫ সালের বিশ্বকাপে মেলবোর্নে কোয়ার্টার ফাইনালে রোহিতের ১৩৭ রানের ইনিংসের কারণে হেরে যায় বাংলাদেশ। এর ২ বছর পর চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সেমিফাইনালে অপরাজিত ১২৩ রান করেন রোহিত। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে ফের তার ব্যাট ১০৪ রানে এসে থামে।

যুগান্তর

সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে স্বার্থান্বেষী মহল: ওবায়দুল কাদের

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি স্বার্থান্বেষী মহল সরকারের বিরুদ্ধে তথ্য লুকোচুরির কাল্পনিক ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার করে যাচ্ছে। তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

শুক্রবার সকালে ধানমণ্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলটির ত্রাণ উপকমিটি আয়োজিত করোনা প্রতিরোধ সামগ্রী বিতরণের আগে তার বাসা থেকে ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত হয়ে তিনি এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে ‘ক্রাসিস ম্যানেজার’ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সততা ও দক্ষতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা ’৭৫- পরবর্তী ইতিহাসে নজিরবিহীন।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, ঢালাওভাবে বলা হচ্ছে সবাই করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর পর পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে কেউ পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুটোই আসছে। কিন্তু এসব মৃত্যু নিয়েও অনেকে মিথ্যাচার করছেন।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক একটি মহল সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপতৎপরতায় লিপ্ত। তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে টুইস্ট করে অপপ্রচার তথা গুজব চালাচ্ছেন।

সেতুমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে ১ লাখ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। এছাড়াও ১ কোটি মানুষের মাঝে রেশন কার্ড চালু করা হয়েছে এবং ৫০ লাখ মানুষের মাঝে নগদ সহায়তা কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

ঈদকে সামনে রেখে এসব উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন ওবায়দুল কাদের।

পরে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাঝে প্রতিনিধির মাধ্যমে করোনাভাইরাস প্রতিরোধ সামগ্রী ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য একেএম রহমতুল্লাহ, বেগম মতিয়া চৌধুরী, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা ও উপদফতর সম্পাদক সায়েম খান। সূত্র-যুগান্তর